আর মাত্র দু'মাস পর বর্তমান সরকারের মেয়াদ উত্তীর্ণ হবে। তারপর তত্ত্বাবধায়ক সরকারে হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর, তারপর নির্বাচন, নতুন সরকার গঠন জনগণের আশা এটাই। কিন্তু জনসাধারণ দেখতে পাচ্ছেন জনসমাগমে বোমায় মানুষ হত্যা, প্রতিদিন রাজনৈতিক, মাস্তানির ভাগাভাগি নিয়ে হত্যাকান্ড, হরতাল, মিছিলে গুলি, সাংবাদিক প্রহার, হত্যাকান্ড। নির্বাচনী আবহাওয়া তৈরির চেয়ে রাজনীতিবিদদের পরস্পরের চরিত্র হরণে বেশি আগ্রহ দেখা দিচ্ছে। এই অরাজকতার পূর্ণ সুযোগ নিচ্ছে মৌলবাদীরা। এই সংঘাতময় পরিবেশে ঘটল আর এক ঘটনা। সিলেট সীমান্তবর্তী ত্রিশ বছর ভারতীয় দখলে থাকা বাংলাদেশী ভূখন্ড পাদুয়া এলাকাটি বাংলাদেশ সীমান্তরক্ষী বিডিআর বাহিনী পুনর্দখল করে আলোড়ন সৃষ্টি করে। এই ঘটনায় কোনো পক্ষেই হতাহত না হলেও ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের চার হাজার বর্গ কিলোমিটার এলাকার সীমান্ত এলাকায় উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। পাদুয়া দু'দিন পরই শেষরাতে সশস্ত্র বিএসএফ, ভারতীয় মূল বাহিনীর ব্ল্যাক ক্যাট রৌমারী সীমান্তবর্তী বাংলাদেশ এলাকায় ঢুকে বিডিআর ক্যাম্প দখল করতে এসে বিডিআরের হাতে প্রচন্ড মার খেয়ে ১৭টি লাশ ফেলে পালিয়ে যায়। বিএসএফ-এর হাতে নির্যাতিত গ্রামবাসীরা বিডিআরকে সাহায্য করতে গিয়ে অত্যুৎসাহে দু'জন ভারতীয় সৈনিককে আটক করে। বাংলাদেশের পক্ষে নিহত হয় দু'জন বিডিআর সেনা।

ভারতের পশ্চিমবঙ্গ-বাংলাদেশ উভয় দেশের সামনেই রয়েছে নির্বাচন। এই অবস্থায় এমন একটা স্পর্শকাতর ঘটনা কেন ঘটল সেটা নিয়ে দেশের সর্বমহল উদ্বিগ্ন। বাংলাদেশের স্বাধীনতা-উত্তর ত্রিশ বছরে বিএসএফের উসকানিমূলক অনুপ্রবেশ ঘটলেও পরাশক্তি ভারতের বিরুদ্ধে বাংলাদেশ খুব একটা সোচ্চার হয়নি। বাংলাদেশের কয়েকটি ছিটমহল ভারতীয় দখলে থাকলেও ভূমি মন্ত্রণালয় নির্বিকার থেকেছে। এই অবস্থায় এ খন্ডযুদ্ধ নিয়ে উত্তেজনা দেশবাসীকে ভাবিয়ে তুলেছে। অনেকে বলছেন, এর মাধ্যমে আওয়ামী লীগের ভারতের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন দলের যে তকমা দেয়া হয়েছে, নির্বাচনে যেন সেটা ব্যবহৃত না হয়। সেজন্যই সীমান্ত সংঘর্ষ বাধানো হয়েছে। অন্যদিকে পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনে বাংলাদেশীদের পশ্চিমবঙ্গে অনুপ্রবেশ নিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিযোগকে কাজে লাগানোর সুযোগ করে দিচ্ছেন বাজপেয়ি সরকার—এমন কথাও উঠেছে। ঘটনার কার্যকারণ যাই হোক বাংলাদেশের মতো ছোট একটি দেশের পক্ষে হঠকারী যে কোনো সিদ্ধান্ত ক্ষতি ডেকে আনবে। কারও রাজনৈতিক উদ্দেশ্য যেন জাতীয় নিরাপত্তার জন্য হুমকি না হয়ে ওঠে।

বাংলাদেশের রাজনীতিতে আনোয়ার হোসেন মঞ্জু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র। এরশাদ সরকারের আমলে তিনি মন্ত্রী ছিলেন, বর্তমানে আওয়ামী লীগ সরকারের ঐকমত্যের সরকারেও তিনি মন্ত্রী। দেশের বর্তমান ক্রান্তিকালে আগামী নির্বাচনেও তার গুরুত্ব বাড়ছে। সাপ্তাহিক ২০০০-এ খোলাখুলি মতামত জানিয়ে বাংলাদেশের প্রবহমান রাজনীতির চরিত্র ফুটে উঠেছে তার কথাবার্তায়।

প্রচ্ছদ : ছবি কোলাজ